বৈষ্ণবপদাবলী ও তার রূপরেখা

সাম্মানিক স্নাতক – দ্বিতীয় বর্ষ

পদাবলী ও তার ভাষা

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসধারা হল বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব গীতিকবিতাকে 'পদ' চিহ্নিতকরণ আঠারো শতকের পরে প্রচলিত হয়েছে। এর আগে পদ বলতে দুই ছত্রের গানকে বোঝাতো।
- বারো শতকে কবি জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে 'পদাবলী' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তখন এই পদাবলীর দুটি অর্থ ছিল, এক অর্থ – তখনকার প্রচলিত পদলঙ্কার, অপর অর্থ – পদময় গীত – 'মধুর কোমল কান্ত পদাবলী'।
- আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে পদাবলীর অর্থ ধরা হয় গীতি কবিতা এবং তার সঙ্কলন।
- বৈষ্ণব গীতিকবিতার দুটি ভাষা – বাংলা ও ব্রজবুলি। কোনো কো্নো পদে বাংলা ও ব্রজবুলির মিশ্রণ দেখা যায়। ব্রজবুলির অবহটঠেরই বিবর্তিত রূপ। এর মধ্যে মৈথিল ও বাংলা উভয়ের প্রভাব আছে।

বৈষ্ণব ধর্ম, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলী

- রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বৈষ্ণবদের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। বৈষ্ণব মতে রাধা কৃষ্ণের ‘ হ্লাদিনী’ শক্তি অর্থাৎ আনন্দময়ী অংশ। কারণ, বৈষ্ণব দর্শনে কৃষ্ণ ও রাধা অভিন্ন – তাদের যুগল মূর্তির আরাধনাই বৈষ্ণবদের কাম্য।

- নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব (১৪৮৬-১৫৩৩) ও তাঁর অবতারত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পত্তন করেছিল। চৈতন্যদেব স্বয়ং ছিলেন কৃষ্ণ ও রাধার যুগল মূর্তি। ‘রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম’ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত – কৃষ্ণদাস কবিরাজ)। একই দেহে তিনি রাধা ও কৃষ্ণের পরম প্রেমতত্ত্ব আস্বাদন করেছিলেন।.

- চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে এদেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে উপজীব্য করে পদাবলী সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছিল। আধুনিক আর্যভাষার সাহিত্যে বৃন্দাবনলীলার ভাবে ভক্তিরসের রঙ থাকলেও চৈতন্যের স্বীকৃতিতে আদিরসের ক্লেদ একেবারে ঘুচে যায় এবং কৃষ্ণরাধার প্রেমলীলা মানব-জীবনের গূঢ়তম অভীপ্সার প্রতিফলন ও ‘সিম্বল’ বলে গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চৈতন্যদেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন। বৈষ্ণব কবিগণ একাধারে ভক্ত ও সাধক ছিলেন।

বৈষ্ণবমতে রস –

বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে 'রতি'র সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন – 'প্রিয়বস্তুর সহিত মানবমনের সহজ অনুরক্তিই রতি।'

বৈষ্ণবদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তগণের পাঁচভাবে উৎপন্ন রতি পাঁচ প্রকার রসের সৃষ্টি করেছে। যথা –

এক. শান্তরস –

শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্যশালী নিত্যবস্তু জেনে ভক্ত বিষয়বাসনা ত্যাগ করে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর 'প্রার্থনা' বিষয়ক পদ –

'তুয়া বিনু গতি নাহি আরা' – বিদ্যাপতি

দুই. দাস্যরস –

এখানে ভগবান প্রভু, ভক্ত ভৃত্য, ভগবান ঐশ্বর্যশালী, ভক্ত দীন। এখানে শান্তরসের কৃষ্ণনিষ্ঠা, তার সঙ্গে সেবা – উভয়ই বর্তমান।

তিন. সখ্যরস –

ভগবান ও ভক্তের মধ্যে এখানে পারস্পরিক বিশ্বাসময় সমপ্রাণতার সম্পর্ক।

চার. বাৎসল্যরস –

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের এখানে পাল্য - পালক সম্পর্ক – ভগবান এখানে সন্তান, ভক্ত মাতা (বা পিতা)।

পাঁচ. মধুর রস –

ভগবান এখানে কান্ত। ভক্ত কান্তা। শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের পারস্পরিক বিশ্বাস, বাৎসল্যের লালন ও মধুরের কান্তভাব – এই পাঁচটির সম্মিলন মধুর রস।

উল্লিখিত পাঁচটি রসের মধ্যে মধুর রস শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব পদাবলী মধুর রসে সমৃদ্ধ।

বৈষ্ণব পদাবলীর পর্যায় –

•গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা ---

চৈতন্যদেব রাধাভাবে ভাবিত হয়ে লীলারসে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর এই ভাববিলাস সুনিপুণ চিত্রণের মধ্য দিয়ে যেসমস্ত পদে চিত্রিত হয়েছে, সেই সমস্ত পদ হল গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ। যেমন –

"নীরদনয়নে নীরঘনসিঞ্চনে

পুলক-মুকুল-অবলম্ব" (গোবিন্দদাস)

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অবতরণিকারূপে বৈষ্ণব কবিরা যে সকল গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করেছেন, সেগুলি গৌরচন্দ্রিকা । যেমন – গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ 'আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ' এই গৌরচন্দ্রিকার অনুষঙ্গে বৃন্দাবনলীলার যে পদটি উঠে আসে তা হল – 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার…''

- <u>পূর্বরাগ –</u>

যে রতি মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে নায়ক-নায়িকা উভয়ের হৃদয়কে উন্মীলিত করে, তার নাম পূর্বরাগ । যেমন –

“ সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ।।” ----- চণ্ডীদাস

পূর্বরাগ গাঢ়তাপ্রাপ্ত হলে তাকে অনুরাগ বলে। যেমন –

“রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।” ---- জ্ঞানদাস

• অভিসার ---

প্রিয় মিলনার্থে নির্দিষ্ট সংকেতকুঞ্জে গমনকে অভিসার বলে। বৈষ্ণব পদাবলীতে নায়িকার অভিসার গুরুত্ব পেয়েছে কারণ গৃহ-পরিজন, কুলশীল- লজ্জা সব পরিত্যাগ করে যে নারী প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে দুর্গমপথে যাত্রা করেন, তার আন্তরিক অনুরাগ সহজে অনুমেয়। অভিসারের পদ হল ----

‘মন্দির বাহির কঠিন কপাট
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।’– গোবিন্দদাস

- **প্রেমবৈচিত্ত্য আক্ষেপানুরাগ –**

প্রিয়তমের কাছে থেকেও প্রেমের উৎকর্ষের কারণে যে বিরহ-বেদনা তাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। আর নায়ক নায়িকার মিলনের পর গাঢ় অনুরক্তিজনিত যে আক্ষেপ, তাই আক্ষেপানুরাগ। যথা –

‘কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান ।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।’ – চণ্ডীদাস

- **মাথুর –**

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ‘প্রবাস’ বৈষ্ণব পদাবলীতে মাথুর নামে অভিহিত। মাথুর হল পূর্বে মিলিত নায়ক নায়িকার মধ্যে দেশান্তরজনিত যে ব্যবধান। যথা –

“এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর” – (বিদ্যাপতি)

- <u>নিবেদন –</u>

নিবেদনের পদে রাধা ভক্ত ও কৃষ্ণ সমস্ত জগত-জীবনের ত্রাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।নিবেদনের পর্যায় রাধার আত্মব্যাকুলতায় পূর্ণ। যথা –

‘বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।

দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি

কুল শীল জাতি মান।।’ (চণ্ডীদাস)

- <u>ভাবোল্লাস ও মিলন</u> ---

সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে দীর্ঘ বিরহের পর এই পর্যায়ে মিলনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই মিলন দৈহিক নয়,কাল্পনিক। যথা –

"বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে।।" (চণ্ডীদাস)

- <u>প্রার্থনা –</u>

বৈষ্ণব কবিরা যা বলেছেন তা রাধা-কৃষ্ণ বা সখীর জবানীতে। প্রার্থনা পর্যায়ে প্রথম দেখা গেল কোনো কবির স্বীকারোক্তি। তিনি সাধকও। এখানে তাঁর আত্মদৈন্য, আত্মনিবেদন ও ঈশ্বরভক্তির পরিচয় মেলে। যথা---

‘তাতলসৈকত বারিবিন্দুসম

সুত-মিত-রমণী- সমাজে

তোহে বিসরি’ মন তাহে সমর্পিলুঁ

অব মঝু হব কোন কাজে।। (বিদ্যাপতি)

বৈষ্ণব কবি ও বিশেষত্বের দিক (ছক অনুযায়ী)

সময়	বৈষ্ণব কবি	উপাধি	শ্রেষ্ঠ পর্যায়
প্রাক্ চৈতন্য কবি (পনেরো শতক)	বিদ্যাপতি	কবি সার্বভৌম, অভিনব জয়দেব, মৈথিল কোকিল	মাথুর, প্রার্থনা
	চণ্ডীদাস	কবিতাপস,সর্বাত্মক বিরহের কবি	পূর্বরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য আক্ষেপানুরাগ, নিবেদন, ভাবোল্লাস
চৈতন্যোত্তর কবি (ষোল শতক)	গোবিন্দদাস	দ্বিতীয় বিদ্যাপতি, কবিরাজ	গৌরাঙ্গবিষয়ক, অভিসার
	জ্ঞানদাস	চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য	অনুরাগ(রূপানুরাগ)
	বলরাম দাস		শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

মোঃ মিসবাহুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
শান্তিপুর কলেজ